Choice Based Credit System

Department of Philosophy

Syllabus

SEC-II - Critical Thinking

Unit - I

Rasvihary Das, Philosophical Essays, edited by Ramprasad Das:

Artical: Pursuit of Truth Through Doubt and Belief, On Knowledge; Self-Knowledge

Unit - II

Vada, Jalpa, Bitanda, Tarka, Samsaya, Bislesaka Padhati

(3)

Q) Wat is Vada ?

Q) What is Samsaya ?

Q) What is Jalpa ?

Q) What is Bitanda ?

Q) Distingush between knowledge and self knowledge

Q) What is Commoncence Realism ?

Q) What is self Know...?

(6)

Q) Distingush between knowledge and Conscious-ness.

Q) Scientific Realism ⇄ What is ?

Q) Distingish between Commoncence Realism and ~~Realism~~ Practical Idealism.

Q) Distingush between Vada and Jalpa.

Q) Distingush between Samsaya and Tarka.

(12)

Q) What is scepticism ? Descarts is a Sceptic ? What do you mean by ~~Sar~~ Scepticism ?

Q) Distingush between Knowledge and Belief. Can true ~~faith~~ Belief be called knowledge ?

Q) What do you mean by Annikhiki method ? What is sarthanumana and Pararthanumana ?

Q) What is Tarka ? Discuss different types of Tarka.

12

(12) 1) Explain the commonsense realism following R.B. Das.

2) Write down the arguments given by R.B. Das him fabour of Possibility of self knowledge.

F.C.

3) Explain the concept of Samsaya. why is it considered as invalid knowledge.

or

Explain the role of ~~ske~~ skepticism in knowledge.

(5) 4) Do you think that bilief and knowledge are complementary to each other? Explain.

(2) 5) write a note on practical idialism.

(54) 6) Discuss critically R.B. Das concept of knowledge.

06

1) What is Tarka? Explain role of Tarka in indian philosophy.

2) Explain the concept of vada and Jalpa.

3) Is Tarka a promoter to a pramano?
ତର୍କ କି ପ୍ରମାଣର ସହାୟକ?

4) Distingush between knowledg and consciousness

(5) Explain the role of Philosophy as critical thinking.

6) 'Philosophy is the science of all sciences': Explain following R.B. Das.

(7) What are the different modes of consciousness.

(8) Distingush between cognition and volition with example.

9) Distingush between volition and ~~fitli~~ feeling.

(10) Distingush between sciendific and philosophical knowledge.

(a) 11) What is critical reflection & following R.B. Das?

(5) (12) Do you think that knowledge is possible? If so, what kind of knowledge can we get in philosophy.

1) What does R B Das mean by a Philosopher ?

2) What is critical thinking ?

3) What is true Knowledge ?

4) What do you mean by Illusory Perception ?

5) What type of cognition is tarka ?

6) What is skepticism ? (সংশয়বাদ) (18)

Nyaya

7) What are the ~~thee~~ three typs of Katha. mentioned in nayaya philosophy ?

8) What is philosophy ?

9) 'Consciousness is al~~l~~ready ~~of~~ an objective' — What is the meaning of this phrase. ([illegible]) (112)

10) What is cognition ?

11) What is volition ?

12) What is Vitanda ?

13) What is Jalpa ?

14) What is Vada ?

} (12–14)

15) What is mysticism ? (রহস্যবাদ) (9)

16) Define Knowledy following R.B. Das. (53)

17) ~~How~~ does R.B. Das distingeush between to stages of conscious: doubt and knowledge.

(18) What does the word 'I' stands for?

19) Is it possible to perfom two acts of knowledge at the same time.

(20) How is ~~Kaird's~~ Caird's arguments for self-knowledge refuted by R.B.Das.

(21) Why R.B. Das claimes him selfe theoritical Realist.

Purnima maam PDF Date= 16/03/23
Purnima maam ~~Given~~ has given in PDF format

Q) Distinguish between Realist and Idealist terms:

=> বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে বস্তুবাদ ও ভাববাদ হল পরস্পরবিরোধী মতবাদ। এই দুটি মতবাদ প্রধান জ্ঞানের বিষয় দুটি বিরোধী মতবাদ। এই দুটি মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল —

(i) যে মতবাদানুসারে জাগতিক বস্তু সমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার উপরে নির্ভর করেনা; আমরা না জানলেও তাদের অস্তিত্ব থাকে তাকে বস্তুবাদ বলা হয়। বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

অপরদিকে, যে মতবাদানুসারে জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার উপর নির্ভর করে। যেমন বস্তুর অজ্ঞাত অস্তিত্ব কোন স্থান নেই তাকে বলা হয় বা সেই মতবাদকে বলা হয় ভাববাদ।

(ii) বস্তুবাদানুসারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর বিষয়ের সম্পর্ক বাহ্যিক বা আকস্মিক এবং এই সম্পর্ক ছিন্ন হলে জ্ঞাতা অথবা জ্ঞানের বিষয়ের স্বরূপ কোন পরিবর্তন হয় না, তারা নিজ নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

অপরদিকে, বস্তুবাদানুসারে ভাববাদানুসারে, ~~জ্ঞানের এক বা একাধিক বা বিকল্পিত বস্তুর গঠিত করে — জ্ঞাতার চেতনা বা বিকল্পের অনুসারে সৃষ্টি বস্তুর গঠিত হয়। এই যার বস্তুবাদ বস্তুবাদানুসারে বহির্বস্তু বস্তু সমূহের গঠিত হয়। কিন্তু ভাববাদানুসারে মন বস্তুর গঠিত করে~~। জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয়ের সম্পর্ক হল আন্তর বা অভিন্ন সম্পর্ক — এই সম্পর্ক ছিন্ন হলে জ্ঞাতার অস্তিত্ব থাকলেও জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব হানি হয়।

(iii) বস্তুবাদানুসারে জ্ঞানের মন বস্তুকে হুবহু প্রতিফলিত ও নির্ধারিত হয়। কিন্তু ভাবের বিষয় বস্তু হচ্ছে মন দ্বারা গঠিত বস্তুর অনুসরণ করেই জ্ঞানের জ্ঞেয় গঠিত হয়।

অপরদিকে, ভাববাদানুসারে জ্ঞাতার মন বা চেতনা বা উপলব্ধি বস্তুর স্বরূপ-কাঠামো তৈরি বা ধারণাকে অনুসরণ করেই বস্তুর গঠিত হয়। এই কারণে বলা যায় বস্তুবাদানুসারে বস্তুই জ্ঞানকে গঠন করে। কিন্তু ভাববাদানুসারে জ্ঞানই বস্তুকে গঠন করে।

(iv) বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর ধারণা অভিন্ন নয়; তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

অপরদিকে, ভাববাদানুসারে বস্তু ও বস্তুর ধারণা অভিন্ন।

Q) What do you meant by commonsense Realism? Explain it's main statement with Criticism.

=> **Naiv Realism or commonsense Realism or Unscientific Realism :-**

যে বস্তুবাদানুসারে মন নিরপেক্ষ বা জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং বস্তুকে স্বাভাবিক ভাবে জানা যায় তাকে বলা হয় সরল বস্তুবাদ (Commonsence Realism)। কোনোরূপ বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই সাধারণ মানুষের যে মতবাদ (Commonsense View) সেটিই হল সরল বস্তুবাদ। এই মতবাদানুসারে জ্ঞাতা স্বাভাবিক যা জানে তাই সত্য।

সরল বস্তুবাদের মূল বক্তব্য (Commonsense Realism is the main statement) :—

(i) আমরা যে জগৎ প্রত্যক্ষ করি সেখানে আমাদের মনের বাইরে অসংখ্য বস্তু আছে। যথা- গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়পর্বত, বাড়ি ঘর ইত্যাদি। এই মতবাদ বস্তুবাদে বিশ্বাসী। এই জগতে যেমন অনেক মানুষ আছে এবং তাদের মন আছে, তেমনি অনেক বস্তুও আছে।

(ii) বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মনের উপর নির্ভরশীল নয়। গাছ, পাহাড় ইত্যাদির অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষের উপর বা ধারণার উপর নির্ভর করে না। আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও তারা অস্তিত্বশীল থাকে। অর্থাৎ বস্তু সমূহের অস্তিত্ব মন-নিরপেক্ষ।

(iii) এই মতবাদ অনুসারে আমরা বস্তুকে সরাসরি জানি। অর্থাৎ বস্তুটি আসলে যেমন আমরা তাকে সরাসরি ঠিক সেভাবেই জানি। মন যেন এক অমলিন আয়না যার উপর প্রত্যেক বস্তুটি সরাসরি প্রতিফলিত হয় এবং বস্তুটি ঠিক যেমন সেভাবেই অবিকল প্রতিফলিত হয়। আমাদের চেতনা যেন এক স্বচ্ছ আয়নার মতো।

(iv) বস্তুকে সরাসরি জানার ফলে আমাদের চেতনা বস্তুকে প্রভাবিত করে না, বরং বস্তুই আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তু যেমন, সেভাবেই আমাদের বস্তুর জ্ঞান হয়।

(v) বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, বস্তুর গুণগুলিও তেমনি মনের বাইরে আছে। মনের বাইরে যে বস্তু আছে যেমন আমরা সরাসরি জানি, সেই বস্তুতে অবস্থিত বর্ণ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণগুলিকেও আমরা

সাধারণ ও বিশিষ্টধর্ম জানি। প্রকারান্তরে অনুমানের মতো আমাদের কেবল ও ন-সন্দিগ্ধ বস্তুর সাক্ষি দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সমালোচনা :—

সরল বস্তুবাদ প্রত্যক্ষবাদ সমর্থন করে। সরল বস্তুবাদীর বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হল, এই মতবাদ আমাদের ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বস্তুকে যদি আমরা সাক্ষাৎ এবং সঠিক ভাবে প্রত্যক্ষ করলে ভ্রান্তজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা থাকে না — ~~এর ফলে সঠিক সম্ভাবনা থাকে না~~ সব সময়ই সঠিক প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অনেক সময় আমাদের জ্ঞান যে ভ্রান্ত হয় তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন — রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়।

9) Define Samsaya with example.

⇒ সংশয় :— (6)

সংশয় কথাটির অর্থ সন্দেহ। যেমন — ন্যায় বিষয়ে সংশয় না হলে দার্শনিক বিচারের প্রয়োজন থাকে না। এই সংশয় দার্শনিক আলোচনার সূত্র এবং অন্যতম অবলম্বন। কোনটি — বস্তুতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের উপস্থিতি জানা যায় না। বিরুদ্ধ কোটিদ্বয় নিশ্চয়াত্মক নয় বলেই সংশয় উৎপন্ন হয়। সংশয় দ্বিকোটিক বা চতুষ্কোটিক। দ্বিকোটিক হল যেমন বলা হবে এটা স্থাণু কিনা? (স্থাণু) চতুষ্কোটিক হল বলা হবে এটা স্থাণু না মানুষ / (স্থাণুতে পুরুষ)।

যাকে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারি না, আবার যার সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি জানতে পারি - এই দুটি ক্ষেত্রে কোনো সংশয় হতে পারে না। ফলে এই দুটি ক্ষেত্রে কোনোভাবেই দার্শনিক যুক্তি তর্ক করা সম্ভব না। কিন্তু যা সংশয় করা যায় তার সম্পর্কে আমাদের নানা বিতর্ক চলতে থাকে ফলে দর্শনের সৃষ্টি হয়।

সংশয় হল কোন বিষয়ের ধর্ম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রদর্শন। স্থাণু বা পুরুষ এখানে কিসের সম্পর্কে স্থাণুত্ব এবং পুরুষত্ব এই বিরুদ্ধ দুটো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই সংশয় পাঁচ কারণে হতে পারে। যথা - প্রথমত যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সাধারণ ধর্মের প্রত্যক্ষ হয় তখন সেখানে সংশয় জাগে। দ্বিতীয়ত, যে দুই বস্তুর মধ্যে সংশয় হয় তাদের ধর্ম ভিন্ন হলে সংশয় জাগতে পারে। যেমন - শব্দ নিত্য না অনিত্য। এখানে শব্দের যেমন মানুষ জীব প্রভৃতি লক্ষণ থাকে না, তেমনি পরমাণু প্রভৃতি নিত্য বস্তুর লক্ষণও থাকে না। ফলে আমাদের সংশয় হয় শব্দ নিত্য না অনিত্য। তৃতীয়ত, যখন কোন বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধমতের সাক্ষাৎ পরিস্থিতি হয় আমাদের কাছে তখন সেখানে সংশয় দেখা দিতে পারে। যেমন - যদি প্রশ্ন করা হয় আত্মা আছে কি নেই তখন এই সংশয়ের উত্তর আস্তিক এই রকম আস্তিকরা যেমন বলিয়া যায় তেমনি আবার নাস্তিক এই রকম বলতে থাকিয়া যায়। তাই সংশয় হয়। চতুর্থত, আমাদের প্রত্যক্ষ পাওয়ার বা অনিয়ম থাকার ফলে আমাদের সংশয় হতে পারে। যেমন - সেখানে যা দেখছি তা জল না মরীচিকা। পঞ্চমত, অপ্রত্যক্ষের অনিয়ম

বহির্ভূত সংস্কার হয়। যেমন - বৈষ্ণব ও শাক্তদের অন্যতম যৌন সংস্কার হতে পারে যে ; দীক্ষিত সেখানে সাত্ত্বিক বৈধ উপায় আছে।

সর্বশেষে বলা যায় যে, যদি সংস্কার না থাকে তাহলে মানব জীবনের কোন উন্নতি হতে পারে না। যতক্ষণ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সংস্কার চলতে থাকে। তিনটি বর্ণের আচার্যগণই এই সংস্কার সব সময়ই নিজেই নিজের নিয়মিত পালন করে এসেছে।

5) Distinguish between Vada and Vitanda.

2) বাদ :— বাদ হলো উত্তর
বাদ হল কোনো বিষয়ে দুই ব্যক্তির বিচার করা বা আলোচনা। বাদ হল তত্ত্ব নির্ণয় করার জন্য উভয় পক্ষ নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা। প্রমাণ তর্ক যুক্তি না করে যখন তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য কেবল বিচারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাকে বলা হয় বাদ। ন্যায়-দর্শনানুযায়ী তর্ক যুক্তি না করে কেবল তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য যে বিচার করা হয় তার নাম বাদ। যেমন — ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা? বেশি ভাবলে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করার জন্য যে আলোচনা তাই হল বাদ। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটির মধ্যে বাদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা — বাদ এর ক্ষেত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে যে তর্ক হয় তা মূলত তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির জয়লাভের ইচ্ছা থাকে না।

বিতণ্ডা :—
বিতণ্ডা হল বাক-তর্ক। অপরের মত খণ্ডন করে তর্কের অবতারণা, এটি হল বৈতণ্ডিকের যুক্তিহীন তর্ক। এক্ষেত্রে কেবল পক্ষ নিজের মত প্রতিষ্ঠা না করে অপরের মতের খণ্ডন করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বিতণ্ডা হল একপ্রকার আলোচনা যার লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান নয়, জয়লাভ করাও নয়, তার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করা। বিতণ্ডা তর্কই বিজিগীষু

বিষয়। সেজন্য উপমান কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ
বলা যায় না।

Q) Distinguish between Samsaya and Tarka.

⇒ (6)

সংশয় :—

সংশয় দর্শনের প্রাণ। কেননা কোন তত্ত্ব বিষয়ে সংশয় না হলে বৈধ ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয় না। এই সংশয় দার্শনিক পদ্ধতির মূলে এক বিশেষ অবলম্বন। একটি ধর্মীতে বা বস্তুতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের উপস্থিতি হলে সংশয় হয়। বিরুদ্ধ কোটি দ্বয়ের অবগাহন করে থাকে সংশয় উৎপন্ন হয়। সংশয় দ্বিকোটিক বা বহুকোটিক। দ্বিকোটিক হলে বলতে হবে এটা স্থাণু কিনা? (খোঁটা), বহুকোটিক হলে বলতে হবে এটা স্থাণু বা মানুষ (খুঁটি বা পুরুষ)।

যাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারি না আবার যাদের সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত জানতে পারি — এই দুটি ক্ষেত্রে বলা যায় যে সংশয় হতে পারে না। তাহলে এই দুটি ক্ষেত্রে কোন প্রকার দার্শনিক যুক্তি তর্ক করা সম্ভব না। কিন্তু যে সংশয় করা যায় তার সম্বন্ধে নিরসনের জন্য বিতর্ক চলতে থাকে বলে দর্শনের সৃষ্টি হয়।

তর্ক :—

প্রাচীন কাল থেকে তর্ক শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তর্ক হল এক প্রকার বিচারমূলক যুক্তি। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়েছে তাই সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত যে অবাঞ্ছিত

যে প্রমাণ হিসাবে দেখায় যে যা যুক্তি দেখানো হয় তাকেই হেতু বলা হয়। ~~সিদ্ধান্ত হল যে, বায়ুর অভাবেই প্রদীপ নিভে গেল। এই সিদ্ধান্তের যদি হেতু অন্তর্ভুক্ত করে.~~ যেমন- একটি বন্ধ ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল হঠাৎ জোরে হাওয়া এলে প্রদীপটি নিভে গেল। সিদ্ধান্ত হল যে, বায়ুর অভাবেই প্রদীপ নিভে গেল। এই সিদ্ধান্তের যদি হেতু উল্লেখ করা হয়, তখন তার বিরুদ্ধে এই ভাবে যুক্তি দেখানো যায় যে, 'যদি বাতাস না থাকে, তাহলে প্রদীপ জ্বলতে পারে না' - ~~এই~~ এই যুক্তিকেই হেতু বলা হয়।

Tuition Photo Date = 21/03/23

Q) Explain the utility of Philosophy by R.B. Das. (দর্শনের উপযোগিতা) 12

=> সমালোচনামূলক অভিমতের বিচার দর্শন সম্পর্কে R.B. Das -এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুমান করা হয় যে দর্শন জ্ঞানের একটি বিষয়। দর্শন হল একটি যুক্তি সম্মত বিচার বিশ্লেষণযোগ্য দার্শনিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা করা কঠিন। মানুষের কাছে জ্ঞানের একটি অর্থ আছে বলে মনে হয় এবং বিজ্ঞান যদি বাস্তবতা সম্পর্কে সমস্ত জানাযোগ্য জ্ঞান দেয় তবে দর্শনের আর কিছুই করার নেই বলতে হয়। তবে বলা হয় যে বিজ্ঞান বাস্তবতার কিছু অংশ বা দিক অধ্যয়ন করে, যখন দর্শন সামগ্রিক ভাবে বাস্তবতা অধ্যয়ন করে।

সমস্ত বিজ্ঞানীরাই দার্শনিক ছিলেন। তাই, এক সময় মনে করা হয়েছিল যে দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা এটি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ফলাফলকে একত্রিত করে। এটি অবশ্যই একটি অযৌক্তিক ধারণা, কারণ এমন কোন দার্শনিক খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি নিজের মধ্যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে একত্রিত করেন এবং তদুপরি যদি দর্শনকে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল করা হয় তাহলে এর নিজস্ব আলাদা কিছু থাকে না। যারা মনে করেন যে জ্ঞান শুধুমাত্র এক বিজ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং তারা নিশ্চিত

যে বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে আমাদের জ্ঞান দেয়, তারা কখনও কখনই মনে করেন যে আমরা স্বপ্নে কোন জ্ঞান পাই না। আবার, কেউ কেউ মনে করেন যে, আমরা স্বপ্নে জ্ঞান পাই এবং সেই স্বপ্ন বিজ্ঞান থেকে আলাদা, তাই আমাদের জ্ঞান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান "S হল P" আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে, যেখানে S একটি সাবজেক্ট এবং P এর: বিধেয়ের গুণ হলো। যেটি বস্তু এবং এর গুণে (একই আদের সম্পর্ক সহ) আমরা প্রতি একটি সত্য প্রকাশ করার জন্য বলা যেতে পারে। যেমন আমি এই সত্যটি জানি এবং এটি সত্যই জানি, এবং "আমি জানি যে মনে হয়, এটি আসলে সত্য এবং এর জানতে সত্য। কিন্তু যখন আমরা কোন বস্তুর নির্দিষ্ট জ্ঞানের দাবি করি, তখন মনে হয়, আমরা আসলে একটি সত্য বা সম্পূর্ণ বস্তুর দাবি করি না, কেবল আংশিক বস্তু হিসেবে। কিন্তু এর বলতে আমরা এমন জ্ঞানের ভূমি যা কোন বিপরীত তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং সত্য জ্ঞানের দাবি করার যোগ্য, নিশ্চিতভাবে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, যদিও সাধারণ বস্তু বক্তব্যে উদাহরণ উল্লেখ করা যাবে। এই ভাবে আমি অনুমান করি যে, যখন আমি একটি সত্য জানি এবং যখন অনুমান ~~এটি যে~~ সম্পূর্ণ আংশিক হিসাব জানি, তখন আমি একটি নিশ্চিত জানি। সুতরাং দ্বিতীয় থেকে আমার জ্ঞান আমরা সাধারণ এবং উপমা থেকে জানা। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থেকে এবং অভিজ্ঞতার সঠিক সঠিক পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয়।

সমাজ ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার সাধারণ সম্পর্ক
আমাদের জ্ঞান, জ্ঞান সম্বন্ধেও যা সাধারণ হয় না,
এর তাই তথাপি সমাজ বা গোষ্ঠী দ্বারা গ্রহণযোগ্য
করা হয়। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ইতিহাসের দিক থেকে
অবজেক্টিভ বলা যেতে পারে, কারণ তাই সাধারণের
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিপ্রায় থেকে স্বতন্ত্র হয়:
যা, তাদের সমুদয় অভিজ্ঞতা। কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান
সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিবেচনা করা হয়, সেখানে
তত্ত্ব কিংবা বা জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধ
নেই। যখন বিজ্ঞানকে জ্ঞানকে আরও অবজেক্টিভ
করা হয় এবং সার্বিক স্তরে উন্নীত করা হয় তখন
এই বিজ্ঞান চরম পর্যায় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের
জ্ঞানকে যেন — আমরা জ্ঞানের দিক এবং
প্রয়োগের সাথে সেই দৈহিক প্রমাণ পর্যন্ত চলে
মনে হয়। বিজ্ঞানের সত্য এবং জগতের সত্য-
তাকে, যাকে দর্শনের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না;
তখনই অবজেক্টিভ হওয়ার অর্থ থাকে। কিন্তু তবুও
যায়; আমাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান কল্পনা উদ্ভূত
নির্মাণের সাথে জড়িত এবং অনেক অনুমান জড়িত।
এই বিজ্ঞানের জ্ঞানের যোগ দর্শনের সাথে হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক
অনুমান গুলি কি; সেগুলি কতটা ন্যায়সঙ্গত এবং
সেগুলি পারস্পরিক ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা
আবিষ্কারের জন্য লক্ষ্য করতে - সমালোচনামূলক
প্রতিফলনের অনুশীলন করা। আসলে দর্শন আমাদের
তেমন সমালোচনামূলক প্রতিফলনের দিকে উদ্বুদ্ধ করে
শেখায়। আমরা একটি দীর্ঘ সমালোচনামূলক
প্রতিফলন হিসাবে বর্ণনা করতে পারি, "দর্শন" কে

ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থ প্রত্যক্ষ করি, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ সেগুলোকে, আমাদের মধ্যে যুক্তিবাদী কার্য করলেও যেমন বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি কার্যকারী সব ঘটনায় সংবেদনের অন্তর্দৃষ্টি। আমরা প্রতিফলিত হই, আমাদের মন বস্তুতে পরিণত হয়, যেন কোন বস্তুতে বদলে দিচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা নিজেদের চিন্তার দিকে কার্যের সম্মুখীন হই, তখন আমাদের মন প্রতিফলিত দিকে ফিরে যায় এবং আমরা অন্তর্দৃষ্টি মন নিয়ে নিজস্ব ধারণা চিন্তা করতে শুরু করি। প্রাথমিক এই উন্নত চিন্তা থেকেই অনুভূতি নিয়ে শুরু হয় এবং জ্ঞান হয়ে যায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তা তৈরীর থাকে অনুভূতি। এই ভাব দর্শনের শিকড় (Root) বা সমালোচনামূলক প্রতিফলন বলে মনে হয়।

দার্শনিক প্রবন্ধগুলি কঠিন এবং বিভ্রম এবং হতাশার জটিল এবং সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করে। আমি দর্শনকে সমালোচনামূলক প্রতিফলন হিসাবে বর্ণনা করেছি, তবে এটি সমালোচনামূলক প্রতিফলনটি ঠিক কী? এবং কীভাবে এটি চালানো যেতে হবে; আমরা কেবল দর্শনের অনুশীলন দ্বারা শিখতে পারি। দর্শন নিজেই আমাদের শেখাতে হবে দর্শন কি। যখন আমরা দর্শন শেখানোর চেষ্টা করি তখন আমরা কেবল সমালোচনামূলক প্রতিফলন শেখানোর চেষ্টা করি, হয় বা ভালো উদাহরণ ব্যবহার করে যেমনটি আমরা স্বীকৃত দার্শনিকদের রচনায় পাই,

অথবা দুঃখ-যন্ত্রণা নিবৃত্তি এবং পরম প্রশান্তি
দিয়ে থাকে। কেবল দার্শনিকের উদ্দেশ্য সমস্ত জগৎ,
কে এবং মানুষের অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্ত গুলি প্রকাশিত উপলব্ধির
বিষয় নয়। প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিক চিন্তাধারার
বিষয় হল জগৎ জীবন পৌঁছেছিলে, যা এই সিদ্ধান্তে
পৌঁছানোর জন্য তার ভিত্তি কী ছিল। অর্থাৎ
দার্শনিক বলে আখ্যাত হতে তত্ত্বসমূহের যুক্তি
কী। সাধারণ মানুষ কোনোরূপ তথ্য ~~[illegible]~~ জানার
এবং নিজে ইতিহাসে দেখা হয়, জীবন এবং
সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা দর্শনে হবে দার্শনিক
একটি অভিজ্ঞতা এবং এর দার্শনিকদের উপায়
যা সমস্ত দার্শনিক মতবাদগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে
বিচার করে। দর্শন এর করে হয়। দার্শনিক দিক
দার্শনিকের মতবাদ ভিন্ন, কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ
উপলব্ধি, আমি বিশ্বাস করি, যে দার্শনিকের
সকল কল্পনাকে বিশ্ব দর্শন এবং প্রতিটি উপায় একটি
উপায় নিশ্চয়ই বাস্তব বলে মনে হয়।

Q) Why R.B. Das claims himself theoretical realist? (রাসবিহারী দাস কেন নিজেকে তাত্ত্বিক বাস্তববাদী বলে দাবী করেছেন?) (৫)

=> একজন বাস্তববাদী এবং একজন ভাববাদী উভয়েই স্বীকার করেন বিষয়ী থাকতে পারে, যে বস্তুগুলির দ্বারা যথাক্রমে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান এবং বিষয়গত ধারণাগুলির সাথে সংযুক্ত অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে তাদের স্বীকৃতি দেয়, কারণ এবং বিষয়গত, কিন্তু বাস্তববাদী যেখানে ধারণাগুলিকে স্বতন্ত্র বিষয়ের নিরিখে বিবেচনা করে এবং বিষয় অর্থ বিষয়গত হয়ে থাকে, ভাববাদী বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। R. B. Das বলেছেন আমার বোধ জ্ঞানের বস্তুর বিচারশীল প্রকৃতির উপর হয় এবং এই অর্থে আমি একজন তাত্ত্বিক বাস্তববাদী। কিন্তু যেহেতু জ্ঞানের উপর যা বস্তু তাদের প্রকৃতি বিষয়ক দ্বারা নির্ধারিত হয়, এই জ্ঞানের অর্থে ব্যবহারিক ভাববাদী বলা যেতে পারে।

Photo -Tuition

Date :- 02/03/23

Q) Give the definition of Tarka? Describe defferent types of Tarka. (3+9 = 12)

=) তর্ক :-

প্রাচীন কাল থেকেই তর্ক কথাটিকে নানা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তর্ক হল প্রমাণের সহকারী যুক্তি। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়ে যায় সেই সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত যে অসম্ভব তা প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখানো হয় তাকেই বলা হয় তর্ক। একটি মৃতদেহ জীবনের একটি অবয়ব নিয়ে পরীক্ষা করার ফলে জীবাত্মার চলে গেল। সিদ্ধান্ত করা হল যে ; বায়ুর অভাবেই জীবন চলে গেল। এই সিদ্ধান্তের যদি কেউ বিরোধিতা করে, তখন তর্ক বিতর্কে জীবন যা অপরিহার্য যুক্তি দেখানো যায় যে, যদি শ্বাস না থাকে, তাহলে জীবন থাকতে পারে না — এই যুক্তিকেই বলা হয় তর্ক।

তর্কের প্রকারভেদ :-

উদয়নাচার্য "আত্ম-তত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে পাঁচ প্রকার তর্কের উল্লেখ করেছেন। যথা - (i) আত্মাশ্রয়, (ii) ইতরেতরাশ্রয়, (iii) চক্রকাশ্রয়, (iv) অনবস্থা, (v) অনিষ্ট-প্রসঙ্গ।

(i) আত্মাশ্রয় :-

যে পদার্থ নিজের উৎপত্তি অথবা স্থিতি অথবা জ্ঞান নিজেকেই অব্যবধানে অপেক্ষা করলে তদুপযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয় তাকে বলা হয় আত্মাশ্রয়।

(ii) ইতরেতরাশ্রয় :—

কোন পদার্থ-দ্বয়ের 'আশ্রয়' নিরূপণে অন্যোন্য ঘটলে তদুপযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয় তাকে বলা হয় ইতরেতরাশ্রয়। একে অর্থাৎ অন্য বা অন্যোন্যাশ্রয় ও বলে।

(iii) চক্রকাশ্রয় :—

তিনটির পদার্থের আশ্রয় চক্র কোন আবার নিরূপণে আশ্রয় ঘটলে তদুপযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয় তাকে বলা হয় চক্রকাশ্রয়।

(iv) অনবস্থা :—

যে সব আপত্তির পূর্বাপর বিরাম বা শেষ নাই, এবং যে সমস্ত ধারাবাহিক অনন্ত আপত্তি তাকে বলা হয় অনবস্থা।

(v) অনিষ্টপ্রসঙ্গ :—

পূর্বোক্ত চারটি তর্ক ভিন্ন সমস্ত তর্কই হল অনিষ্ট প্রসঙ্গ তর্ক। কোথাও কোথাও প্রমাণ বিষয় তর্কটি 'বাধিতার্থ প্রসঙ্গ' নামেও অভিহিত করা হয়। প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ আপত্তি। যে পদার্থ প্রমাণ বাধিত হওয়ায় অনিষ্ট অর্থাৎ অনভিপ্রেত; এর পদার্থের আপত্তিই বাধিতার্থ প্রসঙ্গ।

Q) Give the definition of Samsaya. Samsaya is a valid source of Knowledge? Describe the concept of Samsaya. (2+2+8=12)

=> সংশয়ের সংজ্ঞা :—

অনিশ্চিত জ্ঞানই হল সংশয়। যখন একটি বস্তুতে যখন বিরুদ্ধ ধর্ম বা গুণের আধিক্য দেখা দিতে শুরু হয় তখনই সংশয় দেখা দেয়। অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিকল্প বা কোটি একাধিক বিকল্প বা ধর্ম বিরুদ্ধভাবে উপস্থিত থাকে তা সংশয়। যেমন একটি বস্তুকে দেখে মনে হয় গাছ-গুঁড়ি হতে পারে অথবা মানুষ হতে পারে। এই বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। সংশয় হল অযথার্থ জ্ঞান।

সংশয় কী যথার্থ জ্ঞান ? :—

সংশয়কে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না। সংশয় হল অযথার্থ জ্ঞান। কেননা অনিশ্চিত জ্ঞানই হল সংশয়। যেমন — দূর থেকে কোনো বস্তুকে দেখে মনে হয় গাছ-গুঁড়ি হতে পারে অথবা মানুষ হতে পারে। এখানে কিন্তু বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দিচ্ছে। তাই বলা যায় সংশয় যথার্থ জ্ঞান নয়।

সংশয় :—

সংশয় দর্শনের জনক। কেননা কোনো বিষয়ে সংশয় না হলে কখনও দার্শনিক চিন্তার

আবদ্ধ থাকে না। এই সংশয় দার্শনিক প্রকৃতি থেকে এর অন্যতম অবলম্বন। এছাড়া নীতি বা বস্তুত বিভিন্ন নানা প্রশ্ন তোলার মাধ্যমে সংশয় মূল। বিভিন্ন কোন বিষয় সম্পর্কে বাক্য থেকে সংশয় উদ্ভব হয়। সংশয় বিশ্লেষণিক বা সংশ্লেষণিক। বিশ্লেষণিক হলে প্রশ্ন করতে হবে বিচার সত্য কিনা? (সত্য) সংশ্লেষণিক হলে বলতে হবে বিচার সত্য বা সম্ভব। (সত্য বা মিথ্যা)।

যদি প্রমাণ অস্বীকার করতে গিয়ে বা অপরের যদি প্রমাণে অস্বীকার পুনঃপ্রমাণ করতে পারি — এই যুক্তি থেকে কোনো সংশয় হতে পারে না। ফলে এই প্রকার থেকে কোনো প্রকার দার্শনিক যুক্তি তৈরি করা সম্ভব না। কিন্তু যে সংশয় করা যায় তাকে প্রমাণের মাধ্যমে বা বিচার করতে পারে বলে দার্শনিক দৃষ্টি সঠিক।

সংশয় হলো কোনো বিশেষ ধারণা সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত পোষণ। সত্য বা মিথ্যা উভয়ের বিষয় প্রমাণে অবশ্য দুই প্রকার এই বিশ্বাস উভয়ের বাক্য প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এই সংশয় দুই প্রকার হতে পারে। যথা — প্রথমত, যখন দুটি বস্তুর সাথে তুলনা বিশেষ করে প্রত্যয় হয় তখন সেখানে সংশয় থাকে। দ্বিতীয়ত — যে দুই বস্তুর মধ্যে সংশয় হয় তার কোন একটি প্রমাণ করতে হতে পারে। যেমন — আত্মা নিত্য বা অনিত্য সেখানে আত্মা যেমন অবশ্য দীপ

প্রকৃতি সৃষ্টি থাকবে না; চিত্ত কোনো সত্তায় প্রকৃতি নিত্য একই সত্তাতে থাকবে না। বলে বলে আমাদের দুঃখ হয় আর নিত্য নব অভিযোগ। তাছাড়া, যখন কোনো বিষয় আমাদের বিপ্লবকর অবস্থাকে পরিবর্তন হয় তখনকার জন্য তখন কোনো দুঃখ দেখা দিতে পারে। যেমন — যদি তুমি মনে কর তোমার আমি আপন কেউ? ~~[illegible]~~ তখন কোন [illegible] দুঃখ [illegible] তোমার আমি কি এমন অবস্থার মধ্যে আছি যেখানে তোমার কেউ নেই [illegible] পরিস্থিতি (তোমার)। তাই দুঃখ হয়। অর্থাৎ তোমার চারপাশে যা অনিত্য তাকে নিত্য ভেবে আমাদের দুঃখ হতে পারে। যেমন — তোমার যা কিছু আছে তা সব না [illegible]। [illegible] অনিত্য [illegible] দুঃখ হয়। যেমন — [illegible] দুঃখ হতে পারে যে [illegible] আমি আপন কেউ।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদি দুঃখ না থাকে তাহলে জীবন কেমন যেন শূন্যতা হয়ে যায় না। [illegible] দুঃখ [illegible]। [illegible] এই দুঃখ [illegible] দুঃখ [illegible]।

PDF

Q) Explain and examine the method of Vada, Jalpa and Vetanda. [4+4+4 = 12]

=> বাদ :-

বাদ হল উভয়ের জানার জন্য বিতর্কের কথা বা আলোচনা। বাদ হল সত্যের নির্ধারণের জন্য উভয় পক্ষের নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা। ন্যায়ের কথা বিচার না হয় যখন সত্যের নির্ধারণের জন্য কোন বিজয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাকে বলা হয় বাদ। এই ন্যায়ের কথা বিচার বা তর্ক কেবল তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য যে বিচার করা হয় তার নাম বাদ। যেমন - আত্মার অস্তিত্ব আছে অথবা নেই এরূপ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চাওয়া না। এইরূপ ক্ষেত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য যে আলোচনা তাই হল বাদ। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটির মধ্যে বাদ শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য। কেননা বাদ এর ক্ষেত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে যে তর্ক হয় তা শুধুমাত্র সত্য নির্ধারণের জন্য। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির জয় লাভের ইচ্ছা থাকে না।

জল্প :-

কোন তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল-মাত্র প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য যে বিচার-বাক্যযুদ্ধ চলে তাকেই বলা হয় জল্প। জল্প হল কেবল-মাত্র জয় লাভের উদ্দেশ্যে বাক্যযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। আত্মকীর্তি স্থাপন করে যে বিচার করা হয় তাকেই

শেষ মূল। যিনি জল্পকে অবলম্বন করেন তার
এর মূল উদ্দেশ্য হবে ছলযুক্তি জয়লাভ করা।
প্রতিবাদী তার নিজের পক্ষ এবং অন্যের বিপক্ষ
যে সমস্ত যুক্তি প্রদান করেন সে ব্যাপারে তিনি
উদাসীন থাকেন। তিনি এই ছলযুক্তি ছল, জাতি ও
নিগ্রহস্থানকে অবলম্বন করে যেন তেন প্রকারে
জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রয়াস করে থাকেন। এই
ছল, জাতি, নিগ্রহস্থানকে অবলম্বন করে বিপক্ষের
বিরুদ্ধে জয়লাভ করা এটি বিচারের নৈতিকতার উদ্দেশ্য।

বিতণ্ডা :-

বিতণ্ডা হল বাদ তর্ক। অন্যায় মত
খণ্ডনের জন্য বাদ তর্কের অবতারণা যদি হল
বিতণ্ডার যুক্তিহীন তর্ক। এখানে কোন পক্ষই
নিজের মত প্রতিষ্ঠা না করে অপরের মতকে খণ্ডন
করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বিতণ্ডা হল উদ্দেশ্যহীন
আলোচনা যার লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান নয়, জয়লাভও নয়,
যার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করা। বিতণ্ডা একটি
নিন্দনীয় বিষয়। কেননা এখানে কোন তত্ত্ব নির্ণয়
করা হয় না।

Q) What do you meanby Anvikshiki?

=> আন্বীক্ষিকী :— ন্যায় দর্শনের অপর আরেক নাম হল আন্বীক্ষিকী। প্রত্যক্ষ বা আগম প্রমাণ দ্বারা যায়, সেই বিষয়ের পুনঃ আলোচনা করার নাম হল অন্বীক্ষা। ন্যায় শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বা আগম প্রমাণ লব্ধ জ্ঞানকে পুনরায় বিচার করে বোধ করে বলেই তাকে আন্বীক্ষিকী বলে বা বলা হয়। ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে সকল বিদ্যার প্রদীপ বলে অভিহিত করেছেন।

কৌটিল্যের "অর্থ-শাস্ত্র" গ্রন্থে — বিদ্যাসমুদ্দেশে "আন্বীক্ষিকী" শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন কোনো প্রমাণ উল্লেখ হয় নাই, সেই সময় এই বিদ্যাকে "আন্বীক্ষিকী" শব্দের কোন প্রয়োগ হয়নি।

Q) What are the different types of Tarka?

=> বিশ্বনাথ তাঁর 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' গ্রন্থে পাঁচ প্রকার তর্কের কথা বলেছেন যথা — (i) আত্মাশ্রয়, (ii) অন্যোন্যাশ্রয়, (iii) চক্রকাশ্রয়, (iv) অনবস্থা, (v) অনিষ্টপ্রসঙ্গ।

Q) What is Avayava (Nyaya)?

=> অবয়ব :—

অবয়ব হল ন্যায়ের অনুমান বাক্য। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন — এই পাঁচটি বাক্যকে ন্যায়ের অবয়ব বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়; ন্যায়ের অনুমিতি বাক্যকে বলে অবয়ব। ন্যায় দর্শনে দুই প্রকার অনুমানের উল্লেখ আছে। যথা— স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানে তিনটি অবয়ব আছে। আর পরার্থানুমানে পাঁচটি অবয়ব আছে।

Q) What do you mean by ~~Erraore~~ ERROR Error.

=> বিপর্যয় বা ভ্রান্তি (Error) :—

মিথ্যা জ্ঞানকে বিপর্যয় বলে। যে বস্তুতে যা নেই তাতে তার জ্ঞান বা যে বস্তু যা নয় তাকে সেই বস্তু বলে জানাকে বিপর্যয় বা ভ্রম বলে। যেমন — রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান। শুক্তিতে রজতের জ্ঞান। এখানে সর্পজ্ঞান — এই জ্ঞানে যে রজ্জু আছে সেই রজ্জু বিশেষ্য হয়েছে এবং সর্প বিধেয় হয়েছে। এই জ্ঞানকে ভ্রম বা বিপর্যয় বলা হয়। — ন্যায় বৈশেষিকের অন্যথাখ্যাতি বিপর্যয়।

Q) What is Vada, Jalpa, Bitanda ? 3+3+3

Q) What is samsaya ?

Q) Distinguish between knowlege and self knowledge.

এটির [illegible] [illegible]

Q) Distinguish between knowleg and conciousness

Q) [illegible]

Q) [illegible] ?

Q) [illegible] ?

Q) [illegible] ? [illegible] বলা যায় ? [illegible] কি [illegible] ?

Q) [illegible] কি [illegible] বলা যায়।

Q) [illegible] কি - [illegible] ? স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান - [illegible] ।

Q) [illegible] ।

-তাদের মাধ্যমে আমরা হতে পণ্ডিতাইচ্ছে হতে পারি

3/ i) What does R.D. Das mean by a Philosopher? (৩) (দার্শনিক বলতে কি বুঝিয়েছেন

=> রাসবিহারী দাস দার্শনিক বলতে যে অর্থ হবার যোগ্যতা সম্পর্কে বলেন — আমি নিজেকে দার্শনিক নই; যদি নিজেকে দার্শনিক বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি মহাবিশ্বের বিষয়ে দীর্ঘ-যুক্ত যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ভাবেন, যার মাধ্যমে যিনি অস্তিত্ব বা অপরিহার্য যদি বোঝানো হয় অস্তিত্বের প্রতি তবে আমি নিজেকে দার্শনিক বলতে পারি না। আমি নিজেকে দার্শনিক শুধুমাত্র বিনয় অর্থে যে আমি অতীত ও বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের দ্বারা আলোচিত বিভিন্ন সমস্যার প্রতি আগ্রহ বোধ করি এবং ঐ সমস্যাগুলির বিষয়ে চিন্তাশীল ভাবে কিছু মতামত প্রকাশ করি। আমি দাবি করি না যে 'সম্পূর্ণ' পরামর্শ ~~দিতে পারি~~ ও উত্তাপের হবে যে ঐ মতামত গুলি কোন অর্থে মৌলিক বা

অধিবিদ্যা। জ্ঞানের দার্শনিক আলোচনা

①

Q) Write down the argument given by R.D. Das in fovour of possiblitity of Self knowledge :

For—3

=) উত্তর :—

আত্মা সম্পর্কে জ্ঞানের সময় বলি যে, আত্মা হল ব্যক্তি বা আমরা 'আমি' শব্দ দ্বারা বুঝাতে পারি। 'আমি' সর্বনাম শব্দটি ব্যবহার করার ফলে আত্মনির্দেশাত্মক নির্দেশিত হয়। 'আমি' শব্দের অর্থ হল বক্তা যা বলে। যখন কেউ কোনো কথা বলে তখন 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং এর দ্বারা নিজের দিকে নির্দেশ করা। আমি শব্দের প্রয়োগে আত্মাকে তাদের অর্থ হল বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝায়। তাদের কারণ এবং এর প্রতিফলন আত্মাকে কাছে থেকে বর্ণনার মাধ্যমে পরিষ্কার করা যায় যদি সেগুলি আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পাই। ব্যক্তি বা যদি কোন জন যাকে এক অবশ্যই নিজের কাছে থাকতে হবে। যেমন— কোনটি বস্তুর সাথে পরিচিত হবার জন্য আমাদের তাকে সাথে সরাসরি বিভিন্নভাবে সাথে পরিচিত হই। আমরা যদি কোন কিছু সরাসরিভাবে পরিচিত হই তবেই আমরা তাদের সাথেও পরিচিত হই। আমরা নিজেদের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হয়েছি এবং এই আত্মাকে অবশ্যই আত্মার সঙ্গে যারা নিজেকে জানতে হবে।

③

আমরা শিক্ষকদের কাছে জানিনা যে আমরা কোনটি করার জন্য দায়িত্ব নই, কেবল তাদের শিক্ষকের কাজের বিষয় ব্যক্তিগত জন্য কথা বলতে সক্ষম হওয়া উচিত, কারণ এই বর্ণনায় সর্বদা বোঝাপড়া সহায়তা করা যায় না। তবুও জানার প্রকৃত অভিজ্ঞতা দরকার আমি যে বলতে নিয়ে শিখেছি তাই আমি কোনো সাথে কারণের আমার কেবল জানতে ইচ্ছে, যেমন হয় কারণ এবং কী কারণে যেতে হবে আমি তখন এ বায়, আমি নিজেকে এখন খুঁজে পাই। অবশ্যই আমাকে পারে এবং শিখে কেন জানালার কাছে বাইরে করা হয় যে আমাদের দূরে থাকি? কেন কিছু ছাত্রদের শিখতে একটি নির্দিষ্ট কিছু করে তোলে যে আমরা আমাদের কাজে দেখি একটি? যাতে আমরা নিজেকে পারি, আমরা এর উত্তরটি জন্য পড়তে হয় কিছু পারিনা। আমি একটি উদাহরণ দিতে পারি যেমন একটি পেন্সিল বলতে কি বোঝায়। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি যে আমি জানি না আমি কিভাবে দিতে পারি, এই নিজেদের প্রশ্নের জন্য আমার জানা এবং অনুভূতি সম্পর্কে সীমা জানতে আমার উত্তর নির্ধারিত হতে থাকে।

ছাত্রদের যখন আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলে এবং তার বোঝায় এর জন্য কিছুর অভিজ্ঞতা থাকে বোঝাতে না এর অর্থ নিজের

বর্ণনা করা হয়। তাই বিষয় এবং বস্তুসমষ্টি
একটি পর্যন্ত নির্দেশ করবে এবং নির্দেশ করবে যে
জানতে যে কোনো বিশেষ প্রশ্ন বিষয় এবং বস্তু সম্পর্কে
এবং প্রশ্ন থাকে। এই সময়কার অনুমিত হয়েছে,
তবে এবং পরিষ্কার যে তা হতে হবে। একটি প্রশ্ন যে
আমরা যখন একটি বস্তুকে জানি তখন সেই বস্তুটি
আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের
মনে হয় যে এই উপস্থিত একটি প্রতিরূপ
প্রতিচ্ছবি মাত্র তারই হল — আসল তখন বস্তুর
সম্পর্কে। বস্তু তাহা আমাদের জ্ঞান হয় না তার
বস্তুর উদয় হয় কেবল তখন থেকে সম্পর্ক হয়।
এটা মনে হয় করা হয় যে আমাদের নিজের
সামনে আমাদের এ সম্বন্ধে এ এবং যে কোনো জিনিসের
সামনে আমাদের উপস্থিত থেকে সম্পর্ক না। এই
যে মতে আমরা এবং জিনিসের উপলব্ধি জানি
সেখানে আমরা নিজেদের কাছাকাছি উপস্থাপন করে না
পারি না। এই অনুমান করা আমাদের মুক্তি
দ্বারা যে সময়কার একটি প্রশ্ন এবং বিষয়
এবং বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক — যে সম্পর্কটি পরিবর্তনশীল।
যদি কেউ সময়কালকে প্রশ্ন করে তার নেয় এবং
স্বীকার করে যে যা জানা উচিত বা একটি প্রকৃতি
জানার থেকে সম্পর্ক হতে হবে তাহলে এই সমস্যা
সম্বন্ধে করার উপায় আর হতে পারে না।

আমি যখন একটি কাজ করছি তখন এই
সময় একটি বই পড়তে লিখতে পারছি। আসলে

অনুমান করতে পারবেন না যে আমার মন কত
গভীরভাবে বিষণ্ণ ও দুঃখী। আমাদের চারপাশে মানসিক
অবসাদের কিছু উপাদান আছে বলে মনে হয়,
এটা তবে আমাদের সমর্থ দেখা ভয়ংকর নয়।
মানুষের মধ্যে বিষণ্ণতা মনে জাগা উচিত — কারণ
মানুষের জীবনে মানসিক জীবন বিষণ্ণতা কিছু
সময় থাকে নয়, যা এই অসুখের সম্পর্কে কিছুই
জানেনা। বরং একটি সাধারণ এবং দেখার
একটি অবস্থা এবং একটি অবস্থার মধ্যে
পার্থক্য এবং মানুষের এর লক্ষণ। দ্বিতীয়ত
মানুষের মানসিক জীবন একটি রেখা অনুযায়ী
চলে না। এটি এমন নয় যে এক সময় একটি
মাত্র বাহ্যিক আছে। কিন্তু বাস্তবে হল যে
একাধিক কারণ এই অসুখের পিছনে থাকতে
পারে এবং সময় হলে তাকে আর বলে মনে হবে।
আমরা যদি এই ধরনের কোন মানুষের একটি মানসিক
অবস্থা বুঝতে চাই তবে আমাদের এর বিভিন্ন
দিক বিশ্লেষণ করতে হবে। যখন আমি একটি
কাজ শেষ করি, আমি একটি গভীর শান্তি
অনুভব করি এবং এটা জানি যে আমি
খুব ভালো আছি। এই কারণে আমার মনে হয়
যে এমন একটি বিষয় সম্পূর্ণ একটি অবস্থা
থেকে যেই যখন আমাদের মধ্যে হয়। একটু সুস্থ
হলেও তবে কিছু সময়ের জন্য চিকিৎসা
করতে পারে।

লেখক ...

Q) Explain the characteristics of Critical thinking: মননের বৈশিষ্ট্য

⇒ (i) শুধু মাত্র জ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করাই দর্শনের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানের মূল দিকে দৃষ্টিপাতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করাই দর্শনের লক্ষ্য। সেই কারণে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে অবশ্যই একটি যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যৌক্তিক পদ্ধতি-সমূহের অন্যতম বিষয় বস্তুকে বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হতে হবে। বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত উপায়ের অনুসন্ধান করতে হবে।

(ii) মানব জীবনের সকল জ্ঞানের উৎস সাধারণ মানুষের দর্শনের অন্তর্ভুক্ত এই এবং বিজ্ঞান বা ধর্ম, দার্শনিক ও সংশয়বাদ। বিজ্ঞান দার্শনিক পদ্ধতি প্রয়োগের মত সাধারণভাবে যা জানতে চাই যেমন মানুষের মনে এমন কিছু প্রশ্ন জাগে যাদের কোন যুক্তি সম্মত উত্তর দিয়েছে? যদি বিজ্ঞান দিতে না পারে। যেমন — মানুষের মৃত্যুর পরে জীবন আছে কিনা, যদি ঈশ্বর নির্ধারিত কিনা? কেহ এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কিনা চিন্তাশীল যদি অন্তত সমালোচনামূলক চিন্তাধারা করে, তাহলে আমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম হবো। (পর পৃষ্ঠা দেখ) +

⇒ # কারণ আমাদের যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা অনেক ভুল বা বাতিল বিষয় বস্তুকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি যেমন কুসংস্কার নিরীক্ষিত না হলেও।

(৩) দার্শনিক যুক্তিবিদ্যা ও সমস্যা সমাধান: যুক্তিবিদ্যা ও সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। যেমন- কেউ যদি প্রশ্ন করে আমাদের ব্যবসায় আমরা কি করে সুনাম অর্জন করতে পারি, অথবা কোনো দেশের নীতি নির্ধারক হিসেবে কী হলে ভালো হবে, এর ভিত্তিতে আমাদের সমাজে ভালো কী-না ইত্যাদি। এই সমস্ত চিন্তাগুলি শুধু ব্যক্তিগত প্রশ্ন দার্শনিক অনুসন্ধান বিষয় না। আমরা যদি এই বিষয়ে যুক্তিযুক্ত হন; এই বিষয়ে দর্শন আমাদের কি ভাবে বলে যে, উচিত করা কি? নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরনের বিচার গ্রহণযোগ্য হয়? ইত্যাদি প্রশ্ন যা ব্যক্তিগত নয় এবং সামাজিক নয়- এই সকল প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তরের জন্য critical thinking বা বিশ্লেষণের বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

(৪) দর্শন সোজাসুজি সত্য ও জীবনের মৌলিক প্রশ্নের যৌক্তিক অনুসন্ধান; এই দর্শন ব্যক্তির মনে বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা; অন্যদিকে আমাদের পরিস্থিতিতে যৌক্তিক

বিচার বিশ্লেষণই হচ্ছে দর্শনের প্রধান কাজ। প্রকৃতপক্ষে দিক থেকে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞান যেখানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় বস্তুকে নিশ্চিত হয়ে দেখে এবং সেই বিষয় সম্পর্কে মত দেয়, দর্শন কিন্তু শুধুমাত্র বিষয়বস্তুকে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে মেনে নেয় তার যৌক্তিকতা বিষয় বা বস্তুকে বিচার করে মত দেয় না। Critical thinking বা যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয় বস্তুকে বিচার বিবেচনা করার ফলে দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডার অর্থাৎ যে বিষয় বা বস্তু শুধুমাত্র এই জগতে ইন্দ্রিয়ের সীমিত সীমায় বদ্ধ থাকে না। এই কারণে এক দর্শন যৌক্তিক বিষয় বা বস্তুর বিষয়ে বিভিন্ন মত পার্থক্যের মত দেয়।

(b) এই কথাটি কেবল সত্যের ধারণা বা অর্থাৎ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। এমনকি বিজ্ঞানের মৌলিক প্রশ্ন ও দর্শনের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। দর্শন বলতে Philosophy তথা যেটি বিষয় যা বিশ্ব ও জগতের মৌলিক প্রশ্নাবলী, অস্তিত্ব ও জ্ঞানের অন্যান্য প্রশ্ন সম্পর্কে যেটি যৌক্তিক সমাধানের চেষ্টা।

উত্তর সেই দিকে লক্ষ করলেই Critical thinking হলো দার্শনিক মূল ভিত্তি।

পরিশেষে বলা যায় Critical thinking হলো এমন একটি পদ্ধতি, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজের সাবধানে চিন্তা, বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রয়োগ করতে সাহায্য হয়। এই পদ্ধতি চিন্তাকে সঠিক সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে একটি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

⑤

Tuition. Self knowledge's last part Date = 25/04/23

আমরা যখন একটি বস্তুকে দেখি তখন তার মধ্যে একটি ছবি অন্তর্দৃষ্টি থাকে এবং আমরা তাকে প্রত্যক্ষ করি বা বিষয় জ্ঞান লাভ করি। আমি যখন একটি টেবিল দেখি তখন আমার বিষয় জ্ঞান লাভ হয়। আর আকৃতি মূলত এই অর্থ বোঝা যায় এবং বস্তু আকৃতিকে সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের মাধ্যমে বোঝা যায়। আমার টেবিলটি দেখার বিষয়টি সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় জ্ঞান লাভ করা হয় বা বলা যেতে পারে। একটি অর্থে দ্বিতীয় জ্ঞান লাভ করে নিতে পারে এবং অধীনতার দেখতে পায় না। দ্বিতীয় জ্ঞানটি সম্পূর্ণ রূপে বিষয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় জ্ঞানটি বিষয়জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ।

Q) What do you mean by Critical thinking? Explaine its general characteristics.

=> দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে দর্শন হল বিচারমূলক। বিচার ও সমালোচনা। অর্থাৎ দার্শনিক সক্রেটিস মতে দর্শন জ্ঞানের বিচার। এই দর্শন কোন কোনো ~~প্রমাণ~~ বিষয় বা ধারণা নিয়ে তথা যুক্তি তর্ক করে। তবে দার্শনিক সর্বদাই সত্য বা জ্ঞানান্বেষী। অর্থাৎ দর্শন হল সত্য উদঘাটনের জন্য বিচার - মৌলিক সূত্র থেকে শুরু হয় নীতি বিষয়ের মৌলিক প্রশ্নের মৌলিক বিচার প্রকাশ হয়। এই প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয় সমূহ মূল্যায়ন; তাত্ত্বিক সমালোচনা - বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ Critical thinking - এর মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। Critical thinking বলতে বোঝায় - জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয় বস্তু, সমস্যা প্রকৃতি, ক্ষেত্রে - সমস্যা সমাধানের বিষয় বিচার, জ্ঞানের উৎপত্তি, বিষয়বস্তু, তাত্ত্বিক মান দণ্ড মূল্যায়ন বিষয়ে যৌক্তিক ও সমালোচনা - বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিষয় সমাধান ও সঠিক পথ নির্বাচন করা।

Q) What is Critical Reflection following R.B. Das.

Q) Distinguish between Belief and knowledge. Can true Belief be called knowledg.
(বিশ্বাস ও জ্ঞান)

=> Belief and Knowledge :—

বিভিন্ন দার্শনিকের মতে যে দর্শন জ্ঞানের স্বরূপ আলোচিত। জ্ঞান হল যে বিশ্বাস ও প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্ত উচিত। কিন্তু দার্শনিকরা মনে করেন যে, জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং তার প্রত্যক্ষ অবস্থা এই বিশ্বাসকে জ্ঞান থেকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমরা জানি যে জ্ঞান একটি অপরিবর্তনীয় ধারণা অর্থাৎ যাকে আমরা বিশ্বাস বলি। বিশ্বাস থাকলে কি বিশ্বাস ও হতে পারে না? জ্ঞান থেকে কোনো কিছু সংগ্রহ করে আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বাসের মধ্যে না। যখনই আমরা চাইলে, আমরা কিছু সম্পর্কে চাইলে এই বিষয়ে বিশ্বাস দেখা যায় ভুল পাওয়া যায় না। আমরা বলতে পারি বিশ্বাস মানসিক একটি বস্তুর বিশ্বাস। এখন বিশ্বাস বস্তু যে কোনো ধারণা হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাসকে বিভিন্ন মানসিক পরিস্থিতির অবস্থার যেমন বিশ্বাস, ইচ্ছা এবং অনুভূতি।

জ্ঞান হল বিশ্বাসের একটি দিক যেখানে বস্তুটিকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠিত নেওয়া হয় এবং স্বাধীন করে বিশ্বাসের জন্য হল যে একটি বস্তু। জ্ঞানের বস্তুটি অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট বস্তু হতে হবে। তাছাড়া এবং

বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা? (২) ছবিতে বস্তুটিকে বিভিন্ন
বিন্যাস, বিভাজন, বিমূর্তকরণ এবং অন্যান্য উপাদানের
প্রকাশ দেখা হয়, যা কারণ [illegible] থেকে
[illegible] যায় না। আমরা [illegible] [illegible] এবং অন্যান্য একটি
[illegible] তবে আমাদের মন [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] নেই। আমি মনে করি যে
[illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] যেমন একটি
অবস্থান আছে, এর একটি নির্দিষ্ট [illegible] যে [illegible] [illegible]
[illegible] নির্দিষ্ট বিন্দুর [illegible] অবস্থান আছে [illegible]।
যদি থাকে [illegible] তবে [illegible] হবে না, কারণ কেবল
মাত্র একটি [illegible] অবস্থানও জানা যায়, যেমন [illegible]
[illegible] বস্তুটি একটি [illegible] দ্বারা [illegible] একটি [illegible]
[illegible] [illegible] গঠিত হয়। অনেক একটি [illegible]
বলা যায় বস্তুটি একটি [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] একটি [illegible]
[illegible] যুক্ত [illegible] হয় এবং এই [illegible] [illegible] [illegible]
বলা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] কোনো [illegible]
[illegible] যার মাত্র একটি [illegible] একটি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] হয় যায় [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] হওয়া উচিত, কারণ
আমরা যা [illegible] [illegible] যা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
নাম জানা যা [illegible]।

বিজ্ঞানের [illegible] ও [illegible] [illegible] করে
[illegible] যায় — যেমন একটি [illegible] [illegible] এবং [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] করা — [illegible] দেখা যায় যে
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

জাতি। একটি হল বৈজ্ঞানিক এবং অন্যটি হল
মানবিক। যখন আমরা একটি বিজ্ঞান দ্বারা কোন
তখন মনে হয় যে এর সত্য নিশ্চিত নেই। আমার
আমাদের মন ঠিক করি যে এমন এক নেই।
আমরা যখন কিছু একটা বিশ্বাস করি তখন
আমাদের মনের মধ্যে প্রমাণ খুঁজি যুক্তি হয়
— এটি হল বৈজ্ঞানিক। আবার যখন আমরা
একটি বিজ্ঞান সম্পর্কে তখন আমাদের মধ্যে
বিশ্বাসের অনুভূতি থাকে। এখন প্রশ্ন হল যে এক
আমাদের ধর্ম, যা আমি এখন পর্যন্ত জানি,
যাতে বিশ্বাস করা হয় তার কোন কারণ
নেই। আমরা যেখানে সেখানে এক ও বিশ্বাসের
সাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হই। যেমন — আমরা
যখন বলি আমি জানি না যে এই গোলমাল কেন,
এর আমি বিশ্বাস করি যে এমনি ছিল। অবিশ্বাসী
থেকে বিশ্বাস সব আমাকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

Date = 27/04/23

তাই এই বিশ্বাসের মধ্যে ঈশ্বর সম্পর্কে
ধারণা হতে আমরা পারি থাকি। প্রতিটি এক ব্যক্তি
আমরা যে কারণে খুশি বা দুঃখ পাই। যদি ভিন্ন
এক বিষয়ে এমন হতে হয় এর যে অবস্থার বহির্ভূত
দিকটি মূল চর্চা করতে হবে। একটি বিশ্বাস আমাদের
বিশ্বাস এবং অন্যান্য এমন লোকদের অভিজ্ঞতার থেকে
সাধারণ হয় এই একটি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠান কা দর্শন
শুধু পায় যেখানে একটি অবস্থার প্রতিষ্ঠান এর দর্শন
মূল কোন কারণ যেখানে দেখা দেয় না। তবে মানে
কেবল কিছু মানুষ সব বিষয়ে সৃষ্টি করেছে। এই
কারণ এটি প্রমাণিত হয় যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোটি লোক

যুক্ত করা যাবে। আমাদের কাছে মনের জন্য যে বিশ্বাস হয় তা কোনোরূপে হতে পারার যোগ্য হতে হয়। আমাদের কাছে অনেক জ্ঞান অনিশ্চিত থাকে এবং মানবে করা দর্শনের জ্ঞানের কারণ।

Q) What is commonsence Realism? Explain following R.B. Das.

(1)

=> প্রথম আমরা যে কোন বিষয়ের অস্তিত্বের বিষয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং আমরা সেই অস্তিত্বের মধ্যে বাস্তব কিছু বিশ্বাসে সাধারণত মূলত প্রতিপাদন করিয়া বস্তুরূপ দেখি। আমাদের commonsence এর বিশ্বাসগুলি সমস্ত দার্শনিকের প্রামাণিক হিসেবে মূল মনে হয়। অনুরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে এই অর্থে আমি কেমন বাস্তববাদী? আমি মনে করি বাস্তববাদের সাথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন যুক্তি প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমরা প্রত্যেক সাধারণ মানুষ যে কোন বিষয় বাস্তববাদী হিসেবে বুঝেছি।

(3)

যে বস্তু আমাদের মনের উপর নির্ভরশীল তা বস্তুত একটি মানসিক বা অলীক বস্তু। আমি তা আমার মনের দ্বারা বুঝতে পারি। কিন্তু এমন কিছু বস্তু বিদ্যমান হতে পারে, যেগুলি আমি অন্যের বস্তুর মধ্যে থেকে বাস্তব বস্তুরূপে বুঝতে পারি। কিন্তু বস্তুটি যে অন্যের হতে পারে তা আমি কখনই জানতে পারি না, কারণ এই বিষয়ে বিশেষ কোন বিচার প্রয়োজন হবে যে কোন বস্তুই নেই, যা বাস্তব অস্তিত্বশীল আমাদের মনের উপর নির্ভরশীল। আমি এখন যা বিচার

আমাদের বন্ধুর কাছে নিন্দা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ অন্যের সামনে আমাদের বন্ধুকে নিন্দা করা যায় না কারণ যদি অপরপক্ষের আমার বন্ধুটি অন্যের সামনেও নিন্দা করা যায় না তাহলে সেটি উদ্দেশ্য মূলক। আমি তাদের অবিশ্বাস মেনে নিতে পারি না যারা বিশ্বস্ত বন্ধুটিকে একটি মায়া মনে করেন। তারা কেন না কিন্তু তবুও মনে করেন যে বন্ধুটি মনের নির্মাণ (বা মনের সৃষ্টি)। আমি তাদের বেদনার দিক থেকে সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি হিসেবে বুঝতে পারি। তারা কিছু লোককে বিশ্বাস করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হন হয়। আমরা মাঝে মাঝে কিছু নিকৃষ্ট বস্তুর উপরেও ভর করি এবং তাকে সত্য হিসেবে কল্পনা করি। কিন্তু এই রূপ কল্পনার সৃষ্টি এবং যখন কল্পনার বস্তুকে অন্যের বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তখন আমাদের কাছে বিশ্বস্ত একটি অবাস্তব ধারণা থাকে। প্রকৃত বন্ধুর আদর্শকে যা পালিত এবং কোন না কোন রূপে দেখা যেতে কিন্তু কোন বন্ধুকে অবাস্তব বলার নিন্দার অর্থ হয়। কিন্তু বন্ধুত্ব ব্যবহারের সমস্ত ক্ষেত্রে বলা যাচ্ছে এর কিছুই থাকে নেই তাহলে আমার কাছে কোন অর্থই বিষয়ের নিয়ে আসে না।

প্রকৃত বন্ধুকে যারা বাইরে খোঁজ পান না এবং সম্পূর্ণ রূপে তাদের মধ্যে নিয়ে আসেন আবারও নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে সম্পর্ক যুক্ত হয় কেবল

তবে একটি বস্তু অবশ্যই উপস্থিত থাকবে যখন
সেই ধূল মনে হতে পারে। আমরা স্বাভাবিকভাবে
ধরি সন্দেহে তাদের কিছু কিছু থেকে যায় তবে অবশ্যই
সম্বন্ধে সম্পর্ক যুক্ত হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু
তাদের এতদূর অবশ্যই নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকতে হবে,
তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। আমাদের যদি
তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জানা থাকে তাহলে
জানতে পারতাম যে বস্তু অস্তিত্বে তাদের জানি না।

তৃতীয় ঐক্যবাদের দ্বারা যা একটি সম্পর্ক বলে
মনে হয়, আমরা একটি ব্যক্তির একটি সম্পর্ক
যেন অসম্ভবীয় নতুন জানা পাই না। কারণ আমরা
যেন নিশ্চয়ই উপরে থাকতে পারি না যে একটি বিশেষ
এবং বস্তু একটি এক জায়গায় মিলিত হয়।
যাদের বিষয়ের একটি অবস্থায় যেখানে একটি কাজ
না করার স্থান পরিচিত বস্তুর অর্থ থাকে না। আমি
আমার দৃষ্টি থেকে Commoncene Realism হিসাবে
বর্ণনা করতে চাই, বাস্তববাদের কিছু অন্যান্য রূপ থেকে
আলাদা। পারিতোষ চক্রবর্তী এবং হোয়াট বস্তু-সম্পর্কে
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। আমি চক্রবর্তীর
মতামত একটি মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয় হিসাবে বিবেচনা
করি তাদের প্রকৃতি এই বাস্তববাদের থেকে
ভিন্ন মূল সত্তা বলে। যারা চক্রবর্তীকে অনুসরণ
করেন একটি বস্তু হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না বা
একটি বিশেষ সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না।

অনুরূপ ক্ষেত্রে আমি টেবিলটির যে প্রত্যক্ষ কিছু দূরে সরে বা এক টেবিলটিতে আমি টেবিলটি বাস্তবিক রঙের আকার বস্তুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়। যেমন আমরা টেবিল টেবিলের প্রকৃত অবস্থাকে 'Tabularity' বলি। অতএব আমি স্বীকার করি যে Tabularity কি তা জানতে, আমাকে আমার বস্তু জ্ঞান টেবিলের রূপের এবং বিশেষত্বের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমি এই প্রত্যক্ষ কি তা জানতে পারি না, আমি এটি চাক্ষুষ টেবিলের রূপ থেকে বস্তু জানতে পারি।

আমাদের সাধারণ বুদ্ধির commonsence অনুযায়ী মনেহয় এই প্রশ্নের উত্তর হবে যে আমি নিজেকে আমার চারপাশে যা জড় জিনিস বিবেচনা করি। যেমন চারপাশের জড় জিনিস বলা যায় যে আমি সচেতন এবং অসচেতন। আমি এই বিষয়টি আমার পূর্ণ জ্ঞান রাখি এবং এরপরেও সত্য যখন আমি নিজেকে আমার চারপাশে বিভিন্ন জিনিস বুঝতে পারি।

Knowledge and Belief

আমরা অনেক সময় দৃঢ় বিশ্বাসকে জ্ঞান বলি। কিন্তু জ্ঞান ও বিশ্বাস অভিন্ন নয়। জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়েই মানসিক ক্রিয়া হলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিকেরা নানা ভাবে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যে মত প্লেটো প্লেটোর অ্যারিস্টটল এবং [illegible], জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়েই মানসিক ক্রিয়া হলেও এদের স্বতন্ত্র প্রকৃতি।

জ্ঞানকে যথার্থ হতে হবে — জ্ঞানানুযায়ী বিষয় থাকতে হবে। জ্ঞানানুযায়ী বিষয় না থাকলে, জ্ঞান যথার্থ না হলে, বলা যায় না 'জ্ঞান হয়েছে' বা 'জেনেছি'। জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া হলেও বিশুদ্ধরূপে মানসিক ব্যাপার নয় — জ্ঞানের একটি বিষয়গত দিক (objective side) থাকে। জ্ঞানানুযায়ী বিষয় না থাকলে, ঘটনা না থাকলে, জ্ঞানটি মিথ্যা জ্ঞান প্রমাণিত হয়। এখানেই জ্ঞানের সাথে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার — যেমন আশা করা, বিশ্বাস করা ইত্যাদির মূল পার্থক্য।

বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাবে মানসিক ক্রিয়া। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু না থাকলেও, বিশ্বাস অনুযায়ী ঘটনা না ঘটলেও, বিশ্বাসটি মিথ্যা হয় না। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে যদি আমরা বিশ্বাস করি

যে 'বৃষ্টি হবে' এবং আমার বিশ্বাস অনুযায়ী বৃষ্টি নাও হয়, তাহলেও আমার 'ঐ' বিশ্বাসটি মিথ্যা হবে না, অর্থাৎ বলা যাবে না যে, 'আমার এমন বিশ্বাস ছিল না।' বিশ্বাসের সত্যতা বিশ্বাসের বিষয়ের উপর নির্ভর করে না যে, তা নির্ভর করে বিশ্বাসকারীর মানসিক ক্রিয়ার উপর। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু থাকলে যেমন বিশ্বাসটি সত্য হয়, তেমনি তা না থাকলেও বিশ্বাসটি বিশ্বাসকারীর সত্য থাকে। বিশ্বাসের বিষয় না থাকলে বিশ্বাসটি ব্যর্থ হয়, কিন্তু মিথ্যা হয় না।

'বিশ্বাসের' সত্যতা জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। যদি আমি জানি যে ব, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে 'ব' — নিশ্চিত হবে। কিন্তু এর বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে বলা যায় না যে, 'যদি আমি বিশ্বাস করি যে ব; তাহলে আমি জানি যে ব'। এমনকি এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যাদের আমরা বিশ্বাস করি (যেমন- ঐ মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে), যদিও সেসব বিষয় সম্পর্কে আমাদের 'জ্ঞান হয়েছে' বলা যায় না, যেহেতু সেসব সত্য না-ও হতে পারে। আর জ্ঞান সর্বদা সত্য হতে হবে। কারণ যখন আমরা কিছু জানি আমরা তখন তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেই।

Can true Belief be called Knowledge

প্রশ্ন হল - সত্যতার শর্ত এবং বিশ্বাসের শর্ত পূরণ হলে কি বলা যায় 'জ্ঞান হয়েছে'? অর্থাৎ এই দুটি শর্তকে কি যুগপৎ জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত বলা যায়? সহজ কথায়, সত্য বিশ্বাসকে (true belief) কী 'জ্ঞান' বলা যায়?

আপাতবিবেচনায়, সত্যবিশ্বাস জ্ঞান হতে পারে ঠিক। সত্যতার শর্ত ও বিশ্বাসের শর্ত যুগপৎ 'জ্ঞানের' পর্যাপ্ত শর্ত নয়। কেননা যা সত্য হতে পারে, কাকতালীয় সত্যের সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসও থাকতে পারে, তবুও সঙ্গতভাবে বলা যায় না যে, তাদের বিষয়টি সম্পর্কে হয়েছে। ধরা যাক, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মঙ্গল গ্রহে জীব আছে, এবং আরও ধরা যাক যে, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষ মঙ্গল গ্রহে অভিযানে গিয়ে জীবের সন্ধান পায়, অর্থাৎ আমার বিশ্বাসের বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হবে। এমন ~~জ্ঞানটি আমার ছিল~~। কোনভাবে বলা যাবে না যে, উক্তি করার কালে 'মঙ্গল গ্রহে জীব আছে', এই জ্ঞানটি আমার ছিল। এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস অনুযায়ী বিষয় হওয়াটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনাক্রমে (accidental) বিশ্বাস অনুযায়ী ঘটনা দৈবাৎ ঘটে গেছে, না ঘটলেও পারত। অর্থাৎ এখানে আমার বিশ্বাসটি ছিল তা নিছক বিশ্বাস। আমার বিশ্বাসের সমর্থনে এমন কোনো যুক্তি আমি দেখাতে পারিনি যাতে আমি বলতে পারি যে, মঙ্গল গ্রহে জীব না থেকে পারে না। তাই, জ্ঞান হতে গেলে অন্য কিছু উপযুক্ত শর্তের প্রয়োজন হয় যা হল যুক্তি প্রমাণ।

① Date:

Q) What is true knowledge? ③

সত্য জ্ঞান বলতে কি বোঝায়?

=> যুক্তিবাদীদের মতে জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যেখানে
একটি বাক্যের সঙ্গে একটি বিষয়ের সাথে মেল
দেখা যায় যার অর্থ বাস্তব দিক সম্পূর্ণ বস্তুগত।
মিথ্যা জ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব না থাকায় মিথ্যা
জ্ঞান বা নকল জ্ঞান সত্য জ্ঞানের থেকে মিথ্যা
জ্ঞানকে আলাদা করা যায় না। আমি মনে
করি একটি দাবির ব্যবহার নির্ধারণ করে সেই
জ্ঞান সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। আমি বিশ্বাস
করি যে, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞানকে দেখা সত্য হতে
হবে। আমরা যা দেখি এবং যা শুনি সব
এর মধ্যে যেগুলো তা হল জ্ঞান যা সত্য।

Q) What does the word 'I' stand for?

=> আমরা দার্শনিকদের মতে যে আত্মা হল একটি
বস্তুগত যা আমরা "আমি" শব্দের দ্বারা
বোঝানো হয়। আমি শব্দের অর্থ হল বক্তা
বা জ্ঞাতা। যখন কেউ মানুষ বা কোনো কিছু
'আমি' শব্দটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়
কেন? এবং এর মূলে আমার ধারণাও কি
আছে। 'আমি' শব্দের দ্বারা যে আত্মাকে
বোঝানো হয় তাকে আমার অর্থ হল বক্তা
বা জ্ঞাতাকে বলা। একজন ব্যক্তি সমস্ত যে
কোন কিছু জানার পর, আত্মাকে বোঝায়

(2)

ধারনার কাছে বিশেষ প্রকাশ হয়। কিন্তু ধারনার কাছে এবং এর অভিজ্ঞতার আর কিছু নয় যা কিছু কোন ধারনার দ্বারা আমাদের কাছে প্রকৃতি জানা যায় না যদি আমরা সংবেদনের অতীত অভিজ্ঞতা না পাই।

Q) How is Caird's arguments for Self-knowledge refututed by R.B. Das.

=> আমরা কেয়ার্ডের মত এইভাবে বলতে পারি না যে, যেমন একটি বস্তু আত্মার সম্মুখে এবং সম্পর্কের কারণে প্রতীত হয়, ঠিক সেই ভাবে নিখুঁত যেখানে বস্তুটি আত্মার সম্মুখে মিলে যায়। এই ভাবে স্ব-জ্ঞান কেয়ার্ডের মতে আমাদেরকে একটি বস্তুর সম্মুখ উপস্থাপন করে পরিবর্তে ভাবে তার পরিবর্তন নির্দেশ করে। এটা অবশ্যই সত্য আমরা যখন একটি বস্তুকে জানি তখন এটি আত্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই সম্পর্কটি একটি বাহ্যিক নিরপেক্ষ হল আত্মা থেকে বস্তুর স্বাতন্ত্র্য। বস্তু দ্বারা আমাদের কোন জ্ঞান হয় না আর বস্তুর সঙ্গে হয় কেবল আত্মা থেকে আলাদা হয়ে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য অপরিহার্য। আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের নিজের সম্মুখ আমাদের সম্পর্ক তখন যে কোন বিষয়ের সম্মুখ আমাদের সম্পর্ক আলাদা। এই যে ভাবে আমরা অন্য বিভিন্ন বস্তুকে

(3)

কারণ এই জগৎ আমাদের নিকট কখনো ধরা
পড়ে না। এই অবভাসের পিছনে ~~যে~~ বিষয়
আসল বিঃ বস্তুর সাথে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে।

Date = 14/05/23

Q) Distinguish between scientific and philosophical knowledge.

=> বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞান :—

অধিকাংশ সাধারণ ও বুদ্ধিজীবীর
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান
ও দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য
নেই। দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে
কোন রকম বিরোধ নেই। অনেকে মনে করেন বিজ্ঞানের
যা কেবল মাত্র দর্শনের কাজ বিমূর্ত, বিজ্ঞানের মধ্যে
দর্শনের ~~বিষয়~~ দর্শনের সিদ্ধান্ত এবং বিজ্ঞানের
সিদ্ধান্ত একে অপরের ভিন্ন নয়। এর জ্ঞানের
উৎস, জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানের পদ্ধতির ভিত্তিতে
বিচার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে দার্শনিক জ্ঞানের
যেমন কোন পার্থক্য নেই বা তেমনি কোন
মৌলিক বিরোধও নেই। উভয় জ্ঞানের মধ্যে
পার্থক্য আছে। এই মৌলিক পার্থক্যগুলি নিচে

বিশ্লেষণ। দর্শনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাহ
বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন 'কাজ' করে, যৌক্তিক বিশ্লেষণ।
দার্শনিক কাজ বাক্যের 'অর্থ' হল তার যাচাইযোগ্যতা
বিচার 'বাক্য নয়' বাক্যালোচনা'। তাদের মতে দর্শনের
বিষয় 'বাক্য ও তার' বিশ্লেষণ। তাদের মতে অভিজ্ঞতার বাক্য বিশ্লেষণ?
বক্তব্য বিশ্লেষণ? তাদের যেগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই
—— ভিত্তি করে যুক্তিবাক্য তথা বিজ্ঞান দর্শন আলোচনার
হয়। তাদের মতে দর্শনের কাজ হল জ্ঞানের
ধারণা – বিজ্ঞানের অনুধাবন ও তার যৌক্তিক বিশ্লেষণ।
বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব গুলির যৌক্তিক বিশ্লেষণ করাই হল
দর্শনের কাজ এবং তাই বিজ্ঞানের সাধারণ দার্শনিক
ভিত্তি হল তাদের সাধারণ দার্শনিক ভাবের মূল সাধারণ।
প্রতিটি বিজ্ঞান কতগুলি মৌল তত্ত্ব যথা — কাল
ও তাদের তত্ত্ব বিজ্ঞান কতগুলি মৌল নিয়ম
যথা — কার্যকারণ নিয়ম, নিত্যসম্ভাব্যতার নিয়ম ইত্যাদির
সাহায্যে জগৎ ও জাগতিক বস্তু ও (optional) ঘটনাবলির ব্যাখ্যা
পাওয়া যায়। কিন্তু মৌল তত্ত্ব ও নীতির
সাহায্যে বিজ্ঞান জাগতিক বস্তু ও
ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু এদের তত্ত্ব
ও নিয়মের সাহায্যে বিজ্ঞান অন্যান্য ব্যাখ্যা দিতে
পারলেও কিন্তু মৌল তত্ত্ব ও নিয়মের ব্যাখ্যা
দিতে পারে না। বিজ্ঞান তাদের নির্বিচারে হতে
মূল মেনে নেয়। দর্শনে নির্বিচারে স্বীকৃতি দেওয়া
থাকে নেই। অর্থাৎ দর্শন নির্বিচারে কোন কিছুই মেনে
নেয়না। দর্শনের কাজ হল বিজ্ঞানের স্বীকার্য গুলির
বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করাই দর্শনের

হয়েছে বলে উহার করে অধিক মিথ্যা বক্তব্য প্রদান করে।
সমালোচকদের
উদাহরণ স্বরূপ সমালোচনা বলেন, 'বিজ্ঞান এবং
অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জীবনের প্রয়োজনীয় নীতি হতে পারেনা
যার প্রমাণ করা যায়, সমালোচনা করা হয় এমন সব
নীতি অপ্রমাণ্য বিধায় ও বিশ্বাসের'। বিজ্ঞানের বিভিন্ন
বিজ্ঞানের যদি কিছু বিষয় আছে, অনুমানটি
যাচাই করা না যায় তবে সেই সূত্র পদ্ধতি উঠবে যাচাই-
যোগ্য নয় তাই অনুমানটি যাচাই করা যেতে
বর্ণনীয় ভাবে বাতিল করা হয়। মূল কথা হল
বিজ্ঞান যেখানে হতে না বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সত্য
সেই সূত্র যেখানে উদ্ভব ঐ সব বিজ্ঞানে বিভিন্ন
বিজ্ঞানের কার্যপ্রণালী ব্যবহার করে থাকে
যাচাই করা হয়।